নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূল বিষয়ক আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে
জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বানী
২৫ নভেম্বর ২০০৪

বিশ্ব জুড়ে সকল সমাজ ও সংস্কৃতিতে এবং জাতীয়তা, বর্ণ, সামাজিক উৎপত্তি, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য যে কোন পরিচয় নির্বিশেষে নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা সংগঠিত হয়। সশস্ত্র সংঘাতকালে জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। এসময় নারী ও মেয়ে শিশুরা ধর্ষণ ও অন্যান্য যৌন হয়রানির শিকার হয় এবং পাচারের সম্ভবনাও বেড়ে যায়। গত মে মাসে এ জাতীয় অপরাধ রোধে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সিয়েরা লিয়নের বিশেষ আদালত বলপূর্বক বিবাহের অভিযোগে ছয়জনকে সাজা প্রদান করার একটি প্রস্তাব অনুমোদন করে। এর ফলে বলপূর্বক বিবাহ প্রথমবারের মত মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে বিচার হবে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নিজেই একটা বড় চ্যালেঞ্জ, কিন্তু এর সাথে যুক্ত হয় আরেকটি মাত্রা - এইচআইভি সংক্রমনের ঝুঁকি। যৌন সহিংসতার দ্বারা এ ভাইরাস নারীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ার আশংকা অনেক বাড়িয়ে দেয়। প্রায়শই সহিংসতার হুমকি দিয়ে নারীদের অরক্ষিত যৌন কর্মে লিপ্ত হতে বাধ্য করা হয়। সহিংসতার ভয়ে নারীরা এ বিষয়ে তথ্য জানতে পারেনা। "নারীর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত চুক্তি"র বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণকারী মানবাধিকার সংস্থা "নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য দূরীকরণ কমিটি" গতিশীল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে যাতে বিষয়টি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে উচ্চ অগ্রাধিকার পায়। চুক্তির অতিরিক্ত প্রটোকল নারী ও নারী গোষ্ঠিগুলোকে আবেদন করার অধিকার দেয়। এ প্রটোকল জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা ও নারীর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘন মোকাবেলায় একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংসতা নির্মূলের পঞ্চম আন্তর্জাতিক দিবসে আমরা উৎসাহিত হতে পারি এ কারণে যে, এ সমস্যা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ছে। আসুন সাথে সাথে আমরা এও প্রতিজ্ঞা করি, আমরা নারীদের রক্ষা করব, এ জাতীয় সহিংসতা নির্মূল করব এবং এমন বিশ্ব গড়ব, যেখানে নারী পুরুষের সাথে সমান মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করবে।

** ** **